‘অচল’ মার্ক্সবাদ বনাম ‘বৈজ্ঞানিক’ সমাজতন্ত্র

অভিজিৎ রায়
www.mukto-mona.com

আমি ভিন্নমতে লেখালিখি এমনিতেই কমিয়ে দিয়েছি। একে তো সময়-স্বল্পতা, তার উপরে দেখছি যে একটা সময় পরে লেখা আর বিষয়ের মধ্যে থাকে না - ব্যক্তিগত কাদা ছোঁড়া ছুঁড়িতে রূপ নেয়; যেমন ঘটছে জাফর উল্লাহ আর সেতারা হাসেম এর মধ্যে। জাফর উল্লাহ আর সেতারা হাসেম - এ দু জনই আমার অত্যন্ত প্রিয় লেখক (‘লেখিকা’ শব্দটিতে আমার ব্যক্তিগত আপত্তি আছে, তাই ব্যবহার করলাম না)। দু জনই ভিন্নধর্মী লেখক। অনেকদিন ধরেই তারা প্রগতিশীল লেখা লিখে চলেছেন ইন্টারনেট এর জগতে। জাফর উল্লাহর লেখা আমি প্রথম দেখি এন.এফ.বি তে। বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরে আলোকপাত করে অত্যন্ত সাবলীল গবেষণাধর্মী লেখা ছিল সেটি। আর সেতারা হাসেমের লেখা প্রথম দেখি আমি ই-মেলায়। আলমগীর কবির এবং সাকিল সারোয়ার বলে দু’জন ভদ্রলোকের রবীন্দ্রনাথের উপর বিদ্বেষপ্রসূত লেখার একটা কড়া জবাব দিয়েছিলেন উনি সেখানে। আমি উনাদের ‘মুক্ত-মনায়’ লিখবার আমন্ত্রণ জানাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল যারা এতিদিন ধরে মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার, তাদের জন্য একটা মুক্ত প্লাটফর্ম তৈরী করে দেওয়া - কারণ উনারা যে সমস্ত ‘স্পর্শকাতর’ বিষয় নিয়ে লেখেন, সেগুলো বাংলাদেশের কোন পত্র-পত্রিকা সাহস করে প্রকাশ করবার সাহস করবে না; আর যেহেতু ‘মুক্ত-মনা’ প্রগতিশীল মহলে ইতোমধ্যেই একটা নতুনধারা তৈরীর চেষ্টা চালাচ্ছে - উনাদের বলিষ্ঠ পদচারনায় আমরাও কিছু শিখতে পারব! আমার ধারণা ভিন্নমতের সম্পাদক কুদ্দুস খানও ঠিক একই কারণে তাদের ভিন্নমতে লিখতে বলছেন। তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ভিন্নমতে উনাদের শেষ কটি লেখা থেকে ব্যক্তিগত আক্রমন ছাড়া আমরা পাঠকরা নতুন কিছুই শিখছি না। কে ‘চালাবী/চেলাবীর চ্যালা’, কে ‘না-পুরুষ-না-মহিলা’, কে ‘লাস্যময়ী তারকা’, কার ‘কন্ঠ দিগম্বর’, কে ‘বেয়াকুফ’ - এই সমস্ত সম্বোধন ব্যবহারে লেখকরা কখনই কিন্তু বড় হন না, প্রকারান্তরে নিজেদেরই ছোট করেন।

যা হোক ব্যক্তিগত বিষয় সরিয়ে আমার স্বল্প জ্ঞান থেকে কিছু লিখবার চেষ্টা করছি। Anthroplogy এর বাংলা সেতারা হাসেম করেছেন নর বিজ্ঞান। ‘নর’- শব্দটি পুরুষবাচক শব্দ। সঠিক বাংলা হবে বোধহয় ‘নৃ-তত্ত্ব’। আমি Anthroplogy এর উপরে যে কটি বাংলা বই পড়েছি সেগুলোর মলাটে অন্ততঃ তাই লেখা! A T Dev এর

ডিকশনারীও সে কথাই বলছে। আর ভুল কিনা জানি না - তবে Dialectical Materialism এর বাংলা হিসেবে ‘দ্বান্দিক বস্তুবাদ’ কিন্তু একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। আমি রাহুল সঙ্কৃত্যায়নের লেখা ‘দ্বান্দিক বস্তুবাদ’ বইটির কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। তবে কেউ যদি ‘দ্বান্দিক’ শব্দটিতে আপত্তি তোলেন, তবে, ‘দ্বন্দ্ব মূলক’ শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এগুলো খুবই গৌণ ব্যাপার। সামান্য পারিভাষাগত মতান্তর নিয়ে তাদের মত বিজ্ঞ লোকেরা নরক গুলজার করবেন - এই ব্যাপারটি মোটেও শোভনীয় নয়।

এবার তাদের মধ্যকার ‘দ্বন্দ্বের’ মুল বিষয়টা সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। জাফর উল্লাহ ঢালাওভাবে বলে চলেছেন - ‘সমাজ তন্ত্র অচল’ আর সেতারা হাসেম উলটোভাবে ঢালাওভাবে বলবার চেষ্টা করছেন ‘সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক’। আমি বিনীতভাবে দু’জনের সাথেই এখানে দ্বিমত পোষণ করছি। আমি আসলে জাফরউল্লাহর মত মনে করি না যে সমাজ তন্ত্র এক্কেবারে অচল বা ইসলামিজমের মতই প্রগতিবিমুখ। আমি বাংলাদেশে প্রগতিশীল এবং মুক্তমনা হিসেবে যে সমস্ত লোকজনকে চিনি তাদের একটা বড় অংশই বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িত। এদের প্রায় সবাই মনে করেন তাদের এই আজকের অবস্থানের পেছনে মার্ক্সের ফিলোসফি একটা বিরাট অবদান রেখেছে। এ পৃথিবীতে কমিউনিজমের কোনই অবদান নাই- এই ধারণাটা কি সেরকম ভাবে ঠিক? একটা উদাহরন দেই। স্বপনদা আমার পরিচিত। ছাত্র জীবনে ‘ছাত্র ইউনিয়ন’ করতেন। মাঝে মধ্যে এখন মুক্ত মনা/ভিন্নমতেও লেখেন। মনে প্রাণে অত্যন্ত প্রগতিশীল। বাংলাদেশে থাকাকালীন বিজ্ঞান আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। আরজ আলী মাতুব্বরের সত্যের সন্ধান পড়ে মুগ্ধ হয়ে সুদূর বরিশাল চলে গিয়েছিলেন এই কৃষক দার্শনিকটিকে এক নজর দেখবার আগ্রহে। কোথা থেকে পেয়েছিলেন এত inspiration? তিনি মুক্তমনায় একটি লেখায় লিখেছেন -

> Applications of Marxism were not all that glittering. Despite its bottlenecks, we can see some remarkable progress in ex-USSR and China under the Marxist rule. Progress in sciences (space science in particular), sports, health and education is obvious. USSR supported all national/progressive movements in Asia, Africa & Latin America and extended cooperation to many developing countries including India. I can explain that such contribution is very unique to the human civilisation. Under the dictatorship, it was possible for Soviets to give

births of Pasternak, Shakarov, Solzhenitsyn, Gorbachev, etc. I had opportunities to talk to many Russians as well. They had discarded Marxism but not the social benefits what they had earned during the Soviet era. The benefits that are achieved thru' the struggle of the working class are being enjoyed in many countries even with capitalistic economy minimises the need of typical revolution. Sweden's labourer welfare and heavy taxes on the rich is one of the examples. Sunrise to sunset - this was the working hours for the labourers worldwide. It is mostly the Marxist movement that has established 8-hrs working hours.

কাজেই এক ধাক্কায় কমিউনিজমের অবদানকে উড়িয়ে দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। এমন কি সেতারা হাসেম জানলে হয়ত অবাক হবেন যে, 'ইসলাম বিদ্বেষী' কামরান মির্জাও তার জীবনীতে (Leaving Islam) তার মন মানসিকতা গঠনে কমিউনিস্ট অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। ছোট বেলায় আবদুশ শহীদ কে দেখতাম। জীর্ন পোষাকে বাসায় আসতেন। বাংলা একাডেমীতে দাড়িয়ে হাতে হাতে বই ফেরি করতেন। খাপড়া ওয়ার্ডে গুলি খেয়েছিলেন ভদ্রলোক। একবার টিভি অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হল ভদ্রলোককে। সেই ছেড়া পাঞ্জাবী পড়েই গেলেন। উপস্থাপক জিজ্ঞাসা করলেন - 'আপনার চোখের সামনেই ভোল পালটে কিছু লোক ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছে গেল। আর আপনি আপনার আদর্শ ধরে রাখতে সেই ছেঁড়া পাঞ্জাবিতেই পড়ে রইলেন, আপনার কি এখন কোন অনুশোচনা হয় না?' আবদুশ শহীদ উত্তর দিয়েছিলেন - 'হ্যা - অনেকেই হয়ত ভোল পালটাচ্ছে, পালটাবে। কিন্তু যারা সমাজ সচেতন - তারা মানুষের কথা ভেবে সমাজের জন্যই কাজ করবে। এটাতেই তাদের আনন্দ।' আবার ইলা মিত্রের কথা ভাবুন। এই মহীয়শী রমণী কৃষকদের জন্য দাবী আদায় করতে গিয়ে কিরকম ভাবে পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। 'কমিউনিস্টরা আসলে ইসলামিস্টদের মতই মোল্লা' বলে ইলা মিত্রের মত ব্যক্তিত্বদের যখন নিজামী, মৌ. মান্নান, গো. আজমদের একই সারিতে একসাথেই দাড় করিয়ে দেওয়া হয় - তখন কি তা মানবতা আর প্রগতিকে অস্বীকার করার নামান্তর নয়? হ্যা কলিন পাওয়েল বাংলাদেশে আসবার সময় বামপন্থী দলগুলো আর ইসলামিক দলগুলো প্রতিবাদ করেছে ঠিকই - কিন্তু তা বলেই তারা "strange bedfellows" হয়ে যায় নি। দু জনের ইস্যু আর আর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। ব্যাপারটা একটা উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে। আমি বাংলাদেশে থাকাকালীন সময়ে একবার একটি 'সুন্দরী প্রতিযোগিতার' আয়োজন করা হয়েছিল। দেখলাম, ইসলামিক

গ্রুপের পাশাপাশি ‘প্রগতিশীল নারী সমাজ’ ও এই অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করা শুরু করল। কিন্তু দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। ইসলামিস্টরা বিরোধিতা করল কারণ ব্যাপারটা -‘শরীয়ত বিরোধী’; আর নারী সমাজ বিরোধিতা করল - কারণ তাদের মতে ব্যাপারটি নারীদের এখানে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে বলে। কিন্তু একটি ইস্যুতে ওই প্রগতি শীল নারীরা ইসলামিস্টদের সাথে একমত হলেই সেই সমস্ত মেয়েরা জামাতী বা ইসলামিস্ট বনে গেল -তা তো নয়। এই ব্যাপারটাই অনেকে বুঝতে পারেন না। আমি যখন ইরাক ইস্যুতে আমেরিকার পলিসির বিরুদ্ধে লেখা শুরু করলাম, কুদ্দুস খান তার একটি লেখায় ঘোষনা করলেন - আমি নাকি ইসলামিস্ট বনে গেছি। বিষ্ণু দে বললেন, আমি নাকি সাদ্দামের জন্য মায়া কান্না কাঁদছি! এমন সরলীকরণ মোটেই ঠিক নয়, যদিও অহরহই করা হয় -মোল্লাদের গ্রুপ থেকেও, আবার ‘মুক্ত মনা’ দের মধ্যে থেকেও।

আমি পুরোন দেশ পত্রিকায় অমর্ত্য সেনের একটা লেখা পড়ছিলাম কাল। ‘ভারতে শ্রেনী বিভাগের তাৎপর্য’। আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা এই ফাঁকে পাঠকদের একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন। শ্রেনীর একটা গুরুত্ব সবসময়ই আছে। বাংলাদেশে ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর সংখ্যা লঘুদের উপর যখন নির্বিচারে নির্যাতন শুরু হল - এতে বহু প্রগতিশীল মানুষই ইসলামিক শক্তিকে দায়ী করা শুরু করলেন। দায়ী তারা বটেই। তবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে - নির্যাতিত হয়েছে মুলতঃ তারাই যারা ক্ষমতায় আর প্রতিপত্তিতে পিছিয়ে, অর্থাৎ শ্রেনীগত ভাবে দুর্বল। পুর্ণিমা রানী যেভাবে গণ ধর্ষণের শিকার হয়েছে, ক্ষমতার চূড়ায় বসে থাকা সুধাংশু শেখর হালদার বা সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের মেয়ের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অন্নদাপ্রসাদ গ্রামে হিন্দুদের উপরে যে নৈরাজ্যকর ঘটনা ঘটেছে, তা গুলশান বনানীর সম্ভ্রান্ত ‘হিন্দু পরিবার’ গুলোতে কখনই ঘটবে না। এ জন্যই শ্রেনীর ধারণা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অমর্ত্য সেনের প্রবন্ধতেও আমি ঠিক একই সুর লক্ষ্য করি-

> *‘নিজের চোখে হত্যাকান্ড দেখার অভিজ্ঞতা আমার প্রথম হয় এগারো বছর বয়সে। ঢাকাতে আমাদের বাড়ির ঠিক বাইরে কাদের মিয়া নামে এক দিনমজুরকে হিন্দু গুন্ডারা ছুরি মারে। আমার বাবা তাকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যান, সেখানেই তিনি মারা গেলেন। মৃত্যুর আগে তিনি আমাকে বললেন, শহরের হিন্দু এলাকায় আসার যে ঝুকি আছে তা তিনি জানতেন। তা সত্ত্বেও তাকে আসতে হয়েছিল কিছু রোজগারের আশায় - তাদের বাড়িতে কোন খাবার ছিল না। কাদের মিয়া মারা গেলেন তার মুসলিম*

পরিচিতির জন্য, কিন্তু এটাও সত্য যে তিনি মারা গেলেন অর্থনৈতিক দৈন্যের জন্যই। কাজ এবং মজুরির খোঁজে বেপরোয়া হয়ে বেরোতে হয়েছিল।

এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৪ সালে। আজকেও যে সমস্ত দাঙ্গা হয় তাদের চরিত্র এর থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়। ১৯৪০ এর দশকের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় হিন্দু দুর্বৃত্তরা গরিব মুসলমানদের হত্যা করেছিল, মুসলিম দুর্বৃত্তরাও অনুরূপভাবে গরিব হিন্দুদের হত্যা করেছিল। এক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় পরিচয় সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও তাদের শ্রেনী পরিচয় একই। সাম্প্রদায়িক হিংসায় নিহতদের শ্রেনীগত দিকটির উপর প্রায়শই খুব কম জোড় দেওয়া হয়, এমনকি সংবাদপত্রেও এ দিকটার উপর জোর পড়ে না। তাদের শ্রেনীগত পরিচয়টা চাপা দিয়ে ধর্মীয় পরিচয়টাই বড় করে দেখানো হয়।’

আমার মনে হয় আমি জাফর উল্লাহ আর সেতারা হাসেমকে একসূত্রে গাঁথতে পারি অমর্ত্য সেনের উপসংহার থেকেই -

১) শ্রেনী ছাড়াও আসলে অসাম্যের অনেক উৎস আছে; অসুবিধা ও বৈষম্যের সমস্ত কিছুই কেবলমাত্র শ্রেনী দ্বারাই নির্ধারিত হবে - এই ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে (দ্রঃ পৃষ্ঠা ৪০)। অর্থাৎ জাফর উল্লাহর ভাষায় - ‘সব কিছুই Dialectical Materialism এর কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলে চলবে না’।

২) আবার শ্রেনীর ধারণা অচল বললেও চলবে না। শ্রেনী একমাত্র বিচার্য নয়, অন্যান্য ধরনের বৈষম্যের বিকল্পও নয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রেনীবিশ্লেষনের বিশেষ প্রয়োজন আছে অন্যান্য ধরনের বৈষম্য ও বিভাজনকে সঠিকভাবে বুঝতে (দ্রঃ ঐ পৃষ্ঠা ৪০)। কাজেই সেতারা হাসেমকে ধাক্কা দিয়ে পরিত্যাগ করলেও চলবে না।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করি। আমি আসলে সেতারা হাসেমের মত সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক বলে মনে করি না। আসলে ব্যাপারটা খুবই পরিস্কার। বিজ্ঞানের যে প্রচলিত সংগা আছে তার ভিতর সমাজতন্ত্র পড়ে না। আমার মতে সমাজতন্ত্র বিজ্ঞান নয়, একটি মতবাদ। এর ইংরেজীটা খুব খারাপ শোনায় - 'Dogma'। তবে কোন কিছুকে Dogma বলাটাই সবসময় নিন্দার্থক নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে হিউম্যানিজমে বিশ্বাস করি - যার বাংলা করলে বলা যায় - ‘মানবতাবাদ’। কিন্তু অনেকের মতেই এটা

একটা Dogma. তবে অবশ্যই ক্যাথলিক Dogmaর মত নয়। Central Ohio Humanist এর একটা লেখায় হিউম্যানিজম সম্বন্ধে বলা আছে এভাবে -

Humanism is a dogma in that there is a set of principles and ideas that in sum describe Humanism. We do that in order to set our dogma apart from the Catholic dogma or the Ohio dogma. The different flavors of Humanism further define themselves by adding more specific principles and ideas. For instance, if a Humanist focuses on church and state issues or other issues of a religious nature, then they follow the Secular Humanist dogma.

তবে মতান্তর আছে। হিউম্যানিজমকে অনেকেই প্রচলিত অর্থে Dogma মনে করেন না কারণ, এটি ধর্মের ঐশ্বরিক আইনের মত 'অনড়' কিছু নয়। ইসলাম, হিন্দু বা খ্রীষ্ট ধর্মের অনুসারীরা ধর্মগ্রন্থের বানীকে যে রকম ঐশ্বরিক মনে করে বিহ্বল হয়ে যান, হিউম্যানিস্টরা কিন্তু কোন কিছুকেই সেইরকম 'ঐশ্বরিক' মনে করেন না; তাই মানবতার স্বার্থেতারা তাদের তথাকথিত 'Dogma'র পরিবর্তন করতে পারেন। আসলে যখনই নতুন মানবতাবাদী ধারণা এসেছে, হিউম্যানিস্টরা পুরোন ধারণা ত্যাগ করে সেটিকে গ্রহন করেছে, ধর্ম বাদীদের মত 'ঈশ্বরের ভয়ে' 'আপোষহীন' থাকেন নি। সে জন্য যতই দিন গেছে হিউম্যানিজম নতুন ধারণায় সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে। আর যেহেতু এই ধারণাগুলো লজিক এবং পর্যবেক্ষনের বিরোধী নয়, বহু মুক্তমনাই হিউম্যানিজমকে Progressive একটা Philosophy হিসেবে আখ্যায়িত করেন, Dogma নয়।

তবে কমিউনিজম আক্ষরিক অর্থেই একটা Dogma. এদের অনুসারীদের জন্য 'অনড়' একটা লক্ষ্য বাতলে দেওয়া আছে - শ্রেনীহীন সমাজ গড়তে হবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে, ইত্যাদি। তারা এই 'দেখানো পথ'ই গ্রহন যোগ্য এবং সঠিক মনে করে, অন্য কিছু নয়। Daniel G. Jennings এর একটি লেখায় কমিউনিজমকে দেখানো হয়েছে এভাবে -

> Like all religions, Communism is irrational, dogmatic and based on faith rather than science. Just like Christianity and Islam, Communism had its Holy Books which were treated as Holy Scripture, namely the writings of Lenin, Mao, Marx and others--all of which were far from scientific. ..... Marx held and promoted some beliefs

which were later disproved by science, for example Marx taught that many human characteristics we now know to be inherited through genetics were caused by environmental factors. When scientists in 1930s Russia pointed this fact out, Stalin reacted by throwing the scientists into the gulag just like the Church imprisoned Galileo. Just like fundamentalist Christians who promote creation science, Stalin (himself the recipient of an "education" in a Christian seminary) backed a charlatan named Lysenko who came up with a completely false science of genetics that fit squarely with Communist dogma and then banned the teaching of genetics because it contradicted Communist dogma.

Like most religions, Communism operated on irrational faith; people in Communist countries had to have absolute faith in the Communist system and its leaders. Thinking for oneself was strictly verboten in Stalin's Russia, Mao's China, and Ho's Vietnam. Those who questioned Communism and its leaders were treated as heretics by the Communist state.

আমি Jennings এর সকল বক্তব্যের সাথে একমত না হলেও, মূল বিষয়টির সাথে একমত। নবী রসুলের বানীর মতই কমিউনিষ্টরা লেনিন, মার্ক্স আর মাওকে অনুসরণ করে। তাদের দেখানো পথেই মুক্তি কামনা করে। কমিউনিজম যে একটা dogma তা বার্টরান্ড রাসেলও অনেক আগেই বলে গেছেন। তার ‘What is an Agnostic?' প্রবন্ধে রাসেল লিখেছিলেন -

In our day, a new dogmatic religion, namely, communism, has arisen. To this, as to other systems of dogma, the agnostic is opposed. The persecuting character of present day communism is exactly like the persecuting character of Christianity in earlier centuries. In so far as Christianity has become less persecuting, this is mainly due to the work of freethinkers who have made dogmatists rather less

dogmatic. If they were as dogmatic now as in former times, they would still think it right to burn heretics at the stake.

সেতারা হাসেম মনে করেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের চর্চা না করলে নাকি ‘প্রগতিশীল’ হওয়া যায় না। এটি একটি যুক্তিহীন কথা। সম্ভবত কমিউনিজমের প্রতি অন্ধ অনুরাগের কারণেই এটি বলেছেন তিনি। বার্টরান্ড রাসেল, থমাস পেইন, আর্থার ক্লার্ক, মেঘনাদ সাহা, জেমস র‍্যান্ডি, পল কুরৎস, আব্রাহাম কোভুর, রিচার্ড ফেইনম্যান, কবীর চৌধুরী, সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম, বিদ্যাসাগর - এরা কেউই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের চর্চা করেন নি কখনও। তাতে কি তাদের প্রগতিশীল হতে বাঁধা হয়েছে?

আরেকটি ব্যাপার। ডারুইনের সময় বা তার আগে নাস্তিকতা দর্শনের জন্ম হয়নি এই ব্যাপারটাও ঠিক নয়। নাস্তিক ছিল সব যুগেই -এমন কি প্রাচীন বৈদিক যুগেও। সেই যে ‘ঘি খাওয়া চার্বাকের দল’। যারা সোচ্চারে ঘোষনা করেছিল -

> ‘স্বর্গ প্রাপ্তি, মোক্ষপ্রাপ্তি বা পরিত্রাণ লাভ - আসলে ফাঁকা, অর্থহীন ও অসার বুলি; উদর যন্ত্রের বিসর্পের কারণে উৎক্ষিপ্ত দুর্গন্ধময় ঢেকুর মাত্র। এ সব প্যাক প্যাক বা বাক চাতুরী নৈতিক অপরাধ, উন্মার্গ গমন, মানসিক দৈহিক ঔদার্যের ফলশ্রুতি- পরান্নভোজী বমনপ্রবন ব্যক্তিদের কুৎসিত বমনমাত্র, পেটুকদের ও উন্মার্গগামীদের বিলাস কল্পণা। পরজগতে যাওয়ার জন্য কোন আত্মার অস্তিত্ব নেই। বর্ণাশ্রমের শেষ পরিনামের কাহিনী সাধারণ মানুষকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে ধর্মকে গাঁজাবার খামি বিশেষ।’

পাশ্চাত্য বিশ্বে এপিকিউরাস (৩৪১-২৭০ বিসি) বস্তুবাদী দর্শনটিকে মানুষের মাঝে প্রথম তুলে ধরেন তার বিখ্যাত Argument of Evil এর মাধ্যমে -

> "Is God willing to prevent evil, but not able? Then he is not omnipotent.
> Is he able, but not willing? then he is malevolent.
> Is he both able and willing? Then whence cometh evil?
> Is he neither able nor willing? Then why call him God?"

পরবর্তী কালে David Hume (1711-1776), Thomas Paine (1737-1809), Charles Bradlaugh (1833-1891), Robert Ingersoll (1833-1899), Abner Kneeland (1774-1844), Ayn Rand (1905-1982), Joseph McCabe (1867-1955), Bertrand Russell (1872-1970), Gora (1902-1975), Madalyn Murray O'Hair, Paul Kurtz, Dan

Barker সহ অনেকেই এই দর্শনটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাজেই নাস্তিকেরা পৃথিবীতে ছিল, থাকবে। এদের মধ্যে কেউ কেউ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের চর্চা করে কমিউনিস্ট ছিলেন বটে, তবে সবাই নন। কাজেই ঢালাও ভাবে শুধু 'আমরা কমিউনিস্টরাই' প্রগতিশীল, অন্যরা নন - এটা কোন সঠিক মনোভাব হতে পারে না। আরেকটি ব্যাপার সেতারা হাসেমকে বুঝতে হবে। নাস্তিক সবারই রাজনৈতিক দর্শন এক হবে - এই ধারণা করাও ভুল। রাজনৈতিক মতাদর্শ গত বিরোধ থাকতেই পারে। যেমন Paul Kurtz এবং Edward Tabash দুজনই সেকুলার হিউম্যানিজমের সাথে জড়িত নাস্তিক। কিন্তু ইরাকে সৈন্য প্রেরনের রাজনৈতিক প্রশ্নেদু জন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। আমার সাথেও এই ক্ষেত্রে কামরান মির্জা, কুদ্দুস খানের মত মিলেনি । তা বলে ঢালাওভাবে সবাইকে 'অমুক দেশের দালাল' বা 'তমুকের চ্যালা' বলাটা মোটেও সমীচীন নয়। রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্যের করানেই ভারতে নাস্তিকদের কেউ সিপিবি করছে, কেউবা কংগ্রেস; অথবা আমাদের দেশে কেউ আওয়ামিলীগ, কেউবা সর্বহারা, কেউ বামপন্থীরাজনীতি করছে। রাজনৈতিক মতের তারতম্যের কারণেই এটা ঘটছে। এটা থাকবেই। কারো রাজনৈতিক মতকে তার (নাস্তিক) দর্শনের সাথে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না।

আমাদের প্রয়োজন আছে জাফর উল্লাহর, আমাদের প্রয়োজন আছে সেতারা হাসেমের। সাম্প্রদায়িকতা রুখতে আর প্রগতির চাকাকে সামনে চালাতে এদের লেখার মূল্য অনেক।

অভিজিৎ
E-mail: charbak_bd@yahoo.com